স্কুল টাইম কি সকাল সাড়ে ৭টা হওয়া উচিত?

মহানগরীর রাস্তার প্রচণ্ড যানজট নিরসনের জন্য সরকার স্কুল টাইম সকাল সাড়ে ৭টায় বাধ্যতামূলক করেছে। অনেক স্কুল আগে থেকেই সকাল সাড়ে ৭টায় ছিল। যারা আরো পরে স্কুল শুরু করতেন তারা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে মনে করেন, তাদের জন্য এটিই ঠিক। আসলে কোনটি করলে ভালো হয়- অভিন্ন সময় মেনে সব স্কুলই সকাল সাড়ে ৭টায় শুরু হওয়া উচিত?

সকাল সাড়ে ৭টা করা সবদিক থেকে ভালো

অসীমা সরকার, *প্রধান শিক্ষক (প্রভাতি শাখা), ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়*

স্কুল টাইম সকাল সাড়ে ৭টা হওয়া সব দিক থেকে ভালো। যেসব স্কুল দুই শিফটে চলে সেসব স্কুল সাড়ে৭টায় শুরু করতেই হবে।

এমনিতেও বাচ্চাদের সকালে ঘুম থেকে ওঠা এবং রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর অভ্যাস করা ভালো। বলাইতো আছে 'আর্লি টু বেড এন্ড আর্লি টু রাইজ, মেকস এ ম্যান হেলদি ওয়েলদি এন্ড ওয়াইজ'। সারা রাত বিশ্রামের পর সকালে মাথা পরিষ্কার থাকে, পড়াশোনায় ভালো মনোযোগ দিতে পারে। দুপুরে বিশ্রাম নেয়ার সময় পায়। টিউটরের কাছে গেলে বিকেলে যেতে পারে। সময়টা মিসইউজ হয় না।

সকাল ৮টা সাড়ে ৮টা বা ৯টায় শুরু হলে সকালের সময়টায় কিছুই করা হয় না। এদিকে দুপুরে বাসায় ফিরে ক্লান্ত শরীরে কিছু করতে ভালো লাগে না অর্থাৎ দু'দিকেই সময় নষ্ট। সব কিছু বিবেচনায় আমার মনে হয় স্কুল টাইম সকাল সাড়ে ৭টা হওয়াই ভালো। আমার স্কুল আগে থেকেই সকাল সাড়ে ৭টায় আছে।

অভিভাবকের হয়রানি বাড়বে

পারভীন সুলতানা, *সাংবাদিক*

সকাল সাড়ে ৭টায় স্কুল টাইমে অভিভাবকের সমস্যা বেশি, বিশেষ করে কর্মজীবী মায়েদের।

কর্মজীবী মায়েরা অফিস যাওয়ার পথে বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে যেতেন। এখন সকালে তাদের দু'বার বেরোতে হবে। এটি সামান্য মনে হলেও যারা বাইরে কাজ করেন তারা বোঝেন সকালে দু'বার বেরোনো কতোটা ঝামেলার। টাইম ম্যানেজ করাই মুশকিল। সরকার যানজট কমানোর জন্য এটি করেছে, তাহলে এর সঙ্গে প্রতিটা স্কুলের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা দরকার ছিল এর ব্যয় বহনের ক্ষমতা যেন অভিভাবকের সাধ্যের মধ্যে থাকে সেদিকে খেয়াল রেখে।

তাহলে অভিভাবকের হয়রানি হতো না। যানজট কমানোর জন্য স্কুল টাইম পরিবর্তন করার যুক্তিটা আসলে অবাস্তব। এ জন্য অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। ট্রাফিক সিস্টেমে পরিবর্তন আনতে হবে। রাস্তাঘাট বাড়াতে হবে। আনুষঙ্গিক বিষয় আছে, সেদিকে গুরুত্ব দেয়া দরকার।

সাড়ে ৭টায় শুরু করা প্রায় অসম্ভব

জাকিয়া সুলতানা, *ইউনিট প্রিন্সিপাল, স্কুল অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ*

আমার প্রতিষ্ঠান সকাল সাড়ে ৭টায় শুরু করা প্রায় অসম্ভব। কেরানীগঞ্জ, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ, সাভারের মতো দূর এলাকা থেকে এখানে স্টুডেন্ট আসে। সাড়ে ৭টায় স্কুল শুরু হলে অনেকের পক্ষে আসা সম্ভব হবে না। তাদের কথা ছেড়ে দিই, অন্য বাচ্চাদেরও এতে সমস্যা হবে। কারণ সাড়ে ৭টায় স্কুল শুরু হলে ঘুম থেকে ভোর ছ'টায় উঠতে হবে। রাতে ৯টার মধ্যে ঘুমাতে হবে। তাহলে তারা পড়বে কখন? একটু টেলিভিশন দেখা, বিনোদনের ব্যাপারও তো দেখতে হবে। দেরিতে স্কুল শুরু হলে রাতে পড়ার সময় পায়, সকালেও পায়। এছাড়া আজকাল বাচ্চারা খাওয়া নিয়ে ভীষণ বিরক্ত করে। তাদের খাওয়াতেও সময় লাগে। এতো সকালে স্কুল শুরু হলে তাদের খাওয়ানোর সময়ও পাওয়া যাবে না। আরো একটি বিষয় আছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল অনেক পরিবারে বাবা-মা দু'জনই চাকরি করেন। তারা বাচ্চা খালি বাসায় রেখে যাওয়ার চেয়ে স্কুলে রাখায় বেশি নিরাপদ বোধ করেন। একটু দেরিতে শুরু হলে তারা দুপুর পর্যন্ত স্কুলে থাকতে পারে। এতে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা কমে। আমার মনে হয় বিষয়টা ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিষ্ঠানের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। যাদের জন্য যে সময় সুবিধা হয় তারা সে সময় শুরু করুক।

ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে ওঠালে ওদের প্রতি অবিচার করা হবে

নাজনীন ইসলাম, অভিভাবক

সাড়ে সাতটায় স্কুল শুরু হলে প্র্যাকটিকালি বাচ্চাদের অনেক সমস্যা হবে। আজকাল স্কুলগুলোতে পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপ। প্রতিদিন হোমওয়ার্ক থাকে, অ্যাসাইনমেন্ট থাকে, টিচারদের কাছে পড়া থাকে। এগুলো সামলাতে ওদের রাত জেগে পড়ালেখা করতে হয়। এরপর যদি ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে উঠাতে হয় তাহলে ওদের প্রতি অবিচার করা হয়। মায়েদের সুবিধা হতে পারে কিন্তু বাচ্চাদের অসুবিধা হবে। সরকার যানজট কমানোর জন্য এটা করেছে, কিন্তু যানজট কমছে কই? যানজট কমানার সমাধান স্কুল টাইম পরিবর্তন নয় তা বুঝতে হবে। এও বুঝতে হবে পড়াশোনার সামগ্রিক চিত্রে পরিবর্তন এসেছে একটা বাচ্চাকে স্কুলের পাশাপাশি কোচিং করতে হয়, একাধিক শিক্ষকের কাছে পড়তে হয় তার ওপর আছে, নাচের ক্লাস, গানের ক্লাস, ছবি আঁকা ইত্যাদি। সুতরাং স্কুল টাইম সাড়ে সাতটা করা আমার মনে হয় বাস্তবসম্মত নয়। ● গ্রন্থনা : **মিলু শামস**

শিশুদের প্রতি সকল প্রকার যৌন শোষণ প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

সালমা আলী

শিশুদের প্রতি যৌন শোষণ প্রতিরোধে আগামী ২৫ থেকে ২৮ নভেম্বর ব্রাজিলের রিও দি জেনারিও-তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শিশুর যৌন শোষণের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলণ। এই সম্মলনে অংশ নেবেন বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ। আশা করা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রতিনিধিরাও অংশ নেবেন এ সম্মেলনে। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা যায়, ধনী আর দারিদ্রতার অমানবিক বিভাজনে দরিদ্রতা কাটিয়ে উঠতে অনৈতিকতার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কত নারী ও শিশু তার পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর। তবে এ ক্ষেত্রে শিশুর সংখ্যাই বেশী। এ পর্যায়ে সম্প্রতি ঘটা একটি ঘটনা জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাই এ কারণে যে, এ বিষয়ে সচেতনতা অত্যন্ত জরুরী। সম্প্রতি বিস্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে প্রথমে বিশ্বাস করতে না পারলেও পুলিশের সহায়তা নিয়ে অভিযান চালিয়ে দেখা যায়, রাজধানীর নামকরা একটি স্কুলের ছাত্রীর বাড়িতে খোলা হয়েছে ছোট পরিসরে একটি যৌন ব্যবসা কেন্দ্র। ধরা যাক ছাত্রীটির নাম সিমু। ছোট দুটি ভাইও আছে সিমুর। তবে ঘটনার সাথে উক্ত সিমুর কোন সর্ম্পক নেই। সেখানে ছলে বলে কৌশলে অন্য মেয়েদের নিয়ে এসে অমানবিক এবং নির্মম যৌন ব্যবসার পণ্য হতে বাধ্য করা হয়। এ ঘটনায় সিমু তার অভিভাবককে বাধা দিয়েছে অনেকবার উপরন্ত তাকেই বোঝানো হয়েছে যে, তাদের পড়ালেখার খরচ এবং ভাল থাকার খরচ যোগাতেই এমনটি তাদের করতে হচ্ছে। এ ঘটনার অবতারণা এজন্যই যে, সবসময়ই বাস্তব ঘটনা মানুষকে শিক্ষা দেয়। এ ক্ষেত্রে ঘরের ভিতরে বা পরিবারের মধ্যে এমন অনৈতিক কাজ দেখে অভ্যস্ত কেউ কি ভাল স্কুলের শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? অন্যদিকে এক মেয়ের ভাল থাকার প্রশ্নে অন্য মেয়েদের অনৈতিক জীবনে বাধ্য করা কতখানি অমানবিক তা বিবেক সম্পন্ন মানুষ অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবেন। আর আমাদের কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, এভাবেই যৌন ব্যবসায় বাধ্য হয় মেয়েরা।

এখানে আরও বলা প্রয়োজন যে, পরিবারই শিশুর শিক্ষালয়। শিশু যখন সেই পরিবারে যখন এমন অনৈতিক ঘটনা ঘটতে দেখে তখন সে কতটুকু নৈতিক শিক্ষা পায়? আবার পরিবারের মধ্যেই যখন মেয়ে শিশুরা নানাভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়? কিংবা একটি ছেলে শিশু যখন দেখে যে তার বোনটি নানাভাবে যৌন নির্যাতন বা শোষণের শিকার হচ্ছে তখন সেও এটিকে স্বাভাবিক ধরে নিয়ে শিখে ফেলে যৌন নির্যাতনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া। একসময় সে এটিকে না বুঝে রপ্ত করলেও পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে বুঝেশুনেও কাজটি করতে বাধ্য করে। সুতরাং শিশুর প্রতি এমন শিক্ষা প্রয়োজন যা সে দেখে শিখে এবং পড়ে শিখে। সাধারণভাবে ভেবে দেখুন শিশুকে আপনি বলছেন 'সদা সত্য কথা বলিবে' আর আপনি নিজে জড়িয়ে রয়েছেন মিথ্যার আবর্তে। সারাক্ষণ মিথ্যা বলছেন তাহলে আপনার শিশু কি সত্য বলতে অভ্যস্ত হবে? যৌন ব্যবসায় শিশুকে বাধ্য করাও ঠিক একই রকম। চোখের সামনে এমনটি ঘটতে দেখলে শিশু অবশ্যই এটিকে স্বাভাবিক ধরে নিজের জীবনে এটিকে মেনে নিতে বাধ্য হবে।

যৌন উত্তেজক ছবি বা পর্ণোগ্রাফীতে শিশুদের ব্যবহার করার ঘটনাও বর্তমানে একটি উদ্বেগজনক বিষয়। যদিও রাষ্ট্রীয় আইন, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং আর্ন্তজাতিক আইনে শিশুদের নিরাপদ এবং সুস্থ জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

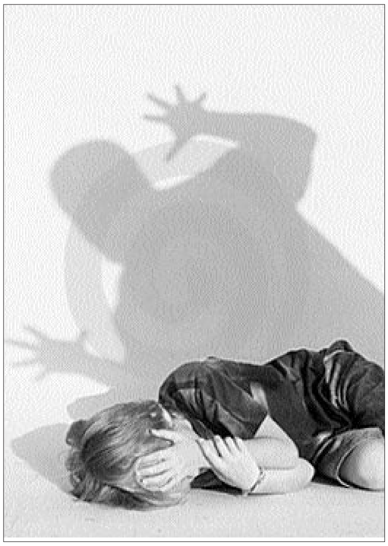

আইন যা বলছে :

- রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে বলা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১৮২ নাম্বার কনভেনশনে অত্যন্ত খারাপ ধরণের শিশু শ্রম নিরসন এবং বিলুপ্তির কথা বলা হয়েছে। এ ধরণের শিশু শ্রমের আওতায় পতিতাবৃত্তি এবং পর্ণোগ্রাফি প্রধানতম হিসেবে বিবেচিত।
- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ৩৪ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র সকল প্রকার যৌন নিপীড়ন এবং যৌন নির্যাতন থেকে শিশুকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকবে এবং তা প্রতিরোধে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- শিশু আইন ১৯৭৪-এ শিশুকে নিজ হেফাজতে রেখে নির্যাতন করা, ভিক্ষাবৃত্তি করানো বা শ্রমে নিয়োগ করে নির্যাতন করানোকে দণ্ডণীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- অনৈতিক ব্যবসা দমন আইন ১৯৩৩ তে শিশুদের পতিতাবৃত্তি থেকে রক্ষা করার জন্য অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ৬ ধারা অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি বেআইনী বা নীতি বিগর্হিত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ থেকে আনে বা বিদেশে পাঠায়, পাচার করে বা ক্রয়-বিক্রয় করে বা ঐ জাতীয় উদ্দেশ্যে নিজ দখলে, হেফাজতে বা জিম্মায় রাখেন তা হলে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

শিশুদের যৌণ শোষণ বা যৌন নির্যাতনের শিকার থেকে মুক্ত রাখতে উল্লেখিত আইনসমূহ কার্যকর করে শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে আমাদের প্রত্যেকের সাহায্য জরুরী। আমাদের মনে রাখতে হবে শিশুরাই আমাদের আগামী প্রজন্ম,এরাই গড়ে তুলবে সবার জন্য সুস্থ সুন্দর এক পৃথিবী। তাই সকল প্রকার নির্যাতন থেকে মুক্ত করে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনিও এগিয়ে আসুন। সকল অযাচিত অবস্থার মধ্যে যৌন শোষণ শিশুর জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। এ থেকে শিশুদের মুক্ত করতে মায়েদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন। তাই শিশুদের প্রতি সকল প্রকার যৌন শোষণ প্রতিরোধে সকলেরই সোচ্চার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ●

লেখিকা : নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি